গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা
ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, জেলা- নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

কৃষি আবহাওয়া উপদেষ্টা বুলেটিন

তারিখ : 17-07-2026

হাওড়া(পশ্চিম বঙ্গ) আবহাওয়ার পূর্বাভাস - প্রকাশনার তারিখ :2026-07-17 (পরের ৫ দিন সকাল ০৮:৩০ পর্যন্ত বৈধ)

পরিমাপক	2026-07-18	2026-07-19	2026-07-20	2026-07-21	2026-07-22
বৃষ্টিপাত (মি:মি:)	8.0	12.0	14.0	18.0	18.0
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°C)	32.0	33.0	34.0	33.0	32.0
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°C)	26.0	27.0	27.0	27.0	26.0
সকালের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	87	88	88	90	92
বিকেলের আপেক্ষিক আর্দ্রতা	61	61	61	70	79
বাতাসের গতিবেগ (কি:মি:/ঘন্টা)	7	10	11	6	6
বাতাসের দিকনির্দেশ (ডিগ্রি)	131	178	150	152	294
মেঘের অবস্থা (ওকটা)	7	7	7	8	8
সতর্কীকরণ	বজ্রপাত এবং বজ্রপাত, স্কুয়াল ইত্যাদি; শক্তিশালী ভূমির বাতাস	কোনো সতর্কতা নেই	কোনো সতর্কতা নেই	কোনো সতর্কতা নেই	বজ্রপাত এবং বজ্রপাত, স্কুয়াল ইত্যাদি; শক্তিশালী ভূমির বাতাস

পূর্বাভাস সারাংশ:

আগামী পাঁচ দিনে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী পাঁচ দিনে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২.০°সে থেকে ৩৪.০°সে-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.০°সে থেকে ২৭.০°সে-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬১% থেকে ৯২% এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া সতর্কতা (পরবর্তী দিনের 08:30 IST পর্যন্ত বৈধ):

আগামী কয়েক দিনে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, ঝোড়ো হাওয়া (স্কোয়াল) এবং প্রবল ভূ-পৃষ্ঠীয় দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া সতর্কতার কৃষির উপর সম্ভাব্য প্রভাব এবং সংশ্লিষ্ট এগ্রোমেট পরামর্শ:

• নিচু জমিতে জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা রয়েছে। • দাঁড়িয়ে থাকা ফসল, ফলগাছ ও সবজি ফসলে হেলে পড়া (লজিং) ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। • ফসল কাটা, বপন এবং চারা রোপণের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। • অতিবৃষ্টির ফলে মাটির ক্ষয়, পুষ্টি উপাদানের অপচয় এবং রোগ-পোকার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। • অস্থায়ী কৃষি অবকাঠামো (যেমন শেড, পলিহাউস, নার্সারি কাঠামো ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। • বজ্রপাত, প্রবল দমকা হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

সাধারণ পরামর্শাবলী::

জমিতে অতিরিক্ত জল জমতে না দেওয়ার জন্য উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা বজায় রাখুন। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে আগাছা দমন, নিড়ানি ও অন্যান্য পরিচর্যার কাজ সম্পন্ন করুন। ফসলে রোগ-পোকার আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) অনুসরণ করুন। পাকা ফসল সময়মতো সংগ্রহ করে নিরাপদ ও শুকনো স্থানে সংরক্ষণ করুন। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির জন্য পরিষ্কার পানীয় জল, শুকনো খাদ্য এবং পরিচ্ছন্ন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করুন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী কৃষি কার্যক্রম পরিকল্পনা করুন।

বার্তামূলক পরামর্শ:

উত্তম আঁশের গুণমান বজায় রাখতে পরিপক্ব পাট সময়মতো কাটার কাজ শুরু করুন।

ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী::

ফসল	ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী:
ধান	খরিফ (আমন) ধানের কৃষি পরামর্শ : যেখানে পর্যাপ্ত মাটির আর্দ্রতা রয়েছে সেখানে মূল জমির প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খরিফ (আমন) ধানের চারা রোপণ শুরু করুন। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে রোপণের কাজ সম্পন্ন করুন। মাঝেমধ্যে ভারী বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা এড়াতে বীজতলা ও মূল জমিতে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা বজায় রাখুন। ২৫–৩০ দিন বয়সী, ৫–৬টি পাতা বিশিষ্ট সুস্থ ও সবল চারা রোপণ করুন। প্রতি গোছায় ২–৩টি চারা লাগান এবং ২০ × ১৫ সেমি (অথবা জাতভেদে সুপারিশকৃত) দূরত্ব বজায় রাখুন। রোপণের আগে চারার উপরের এক-তৃতীয়াংশ পাতা কেটে দিন। এতে রোপণজনিত ধাক্কা (transplanting shock) কমে এবং পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। শেষ কাদাকরণ (পাডলিং)-এর সময় প্রস্তাবিত ইউরিয়ার এক-তৃতীয়াংশ, সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফরাস (SSP/DAP) এবং পটাশ (MOP) জমিতে ভিত্তি সার (Basal dose) হিসেবে প্রয়োগ করুন। আজোলা পাওয়া গেলে চারা রোপণের পরে প্রতি বিঘায় ৬০–৭০ কেজি তাজা আজোলা প্রয়োগ করুন। এতে নাইট্রোজেনের জোগান বাড়বে এবং রাসায়নিক নাইট্রোজেন সারের প্রয়োজন কমবে। চারা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে জমিতে ২–৩ সেমি জল বজায় রাখুন এবং দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধতা হতে দেবেন না। নিয়মিত কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা (Stem borer), পাতা মোড়ানো পোকা (Leaf folder), ব্রাউন স্পট এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা ঝলসানো রোগ (Bacterial leaf blight) পর্যবেক্ষণ করুন। অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমা (ETL) অতিক্রম করলে তবেই প্রয়োজনীয় বালাই দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ব্রাউন স্পট রোগের লক্ষণ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম ১২% + ম্যানকোজেব ৬৩% WP (সাফ) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

ফসল	ফসল বিশেষ পরামর্শাবলী:
পাট	পাটের কৃষি পরামর্শ পাটক্ষেতে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা বজায় রাখুন। ২৪–৪৮ ঘণ্টার বেশি জলাবদ্ধতা হতে দেবেন না, কারণ দীর্ঘ সময় জলাবদ্ধ থাকলে শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং আঁশের গুণমান কমে যায়। বৃষ্টির পরে মাটি কাজের উপযোগী হলে হাতে আগাছা দমন এবং হালকা আন্তঃপরিচর্যা করুন, যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাটিতে বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। নাইট্রোজেন সারের (ইউরিয়া) অবশিষ্ট উপরিপ্রয়োগ শুধুমাত্র পর্যাপ্ত মাটির আর্দ্রতা থাকলে করুন। ভারী বৃষ্টির ঠিক আগে সার প্রয়োগ করবেন না, এতে পুষ্টি উপাদানের অপচয় কম হবে। আর্দ্র আবহাওয়ায় স্টেম রট, সফট রট ও অ্যানথ্রাকনোজ রোগের জন্য নিয়মিত ক্ষেত পর্যবেক্ষণ করুন। আক্রান্ত গাছ অপসারণ করুন এবং রোগের প্রাদুর্ভাব অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমা (ETL) অতিক্রম করলে সুপারিশকৃত ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন। লোমশ শুঁয়োপোকা (Hairy caterpillar), সেমিলুপার, বিহার লোমশ শুঁয়োপোকা এবং মিলিবাগ-এর আক্রমণের দিকে নজর রাখুন। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) অনুসরণ করুন এবং আক্রমণ ETL অতিক্রম করলেই সুপারিশকৃত কীটনাশক ব্যবহার করুন। যেখানে পাট পরিপক্ক হয়েছে, সেখানে বিলম্ব না করে ফসল কাটুন, যাতে দীর্ঘদিন বৃষ্টিতে ভিজে থেকে আঁশের গুণমান নষ্ট না হয়। ফসল কাটার পর গাছ আঁটি বেঁধে পরিষ্কার ও ধীরগতির প্রবাহমান জলে জাগ দিন। দূষিত বা স্থির জলে জাগ দেবেন না, এতে উন্নতমানের আঁশ পাওয়া যায়।

উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী::

উদ্যানপালন	উদ্যানপালন বিশেষ পরামর্শাবলী:
ঢেঁড়শ/ ভেন্ডী	ঢেঁড়সের কৃষি পরামর্শ : ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকার দমন : নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করুন এবং আক্রান্ত ডগা ও ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করুন, যাতে পোকার বিস্তার কমে। পূর্ণবয়স্ক মথ পর্যবেক্ষণ ও দমনের জন্য প্রতি একরে ৪–৫টি (প্রতি বিঘায় ১–২টি) ফেরোমোন ফাঁদ স্থাপন করুন। সন্ধ্যার সময় আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে মথের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। তবে উপকারী পোকামাকড়ও আকৃষ্ট হতে পারে, তাই দীর্ঘ সময় ধরে আলোক ফাঁদ ব্যবহার করবেন না। জৈবিক দমনের জন্য লার্ভার প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস (Bt)-এর প্রস্তুতি, যেমন ডিপেল ৫% WP @ ১.৫–২.০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন। পোকার আক্রমণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমা (ETL) অতিক্রম করলে তবেই রাজ্য কৃষি দপ্তর বা আইসিএআর-এর সুপারিশ অনুযায়ী অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করুন। ঢেঁড়সের হলুদ শিরা মোজাইক রোগ (Yellow Vein Mosaic Disease) সাদা মাছি (Whitefly)-এর উপস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন, কারণ এটি এই রোগের প্রধান বাহক। রোগাক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র উপড়ে ফেলে ধ্বংস করুন, যাতে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়। সাদা মাছির সংখ্যা পর্যবেক্ষণ ও কমানোর জন্য হলুদ আঠালো ফাঁদ (Yellow Sticky Trap) ব্যবহার করুন। সাদা মাছির আক্রমণ দেখা দিলে ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৮ এসএল @ ০.৩ মি.লি. প্রতি লিটার জলে অথবা সুপারিশকৃত অন্য কোনো কীটনাশক স্প্রে করুন। ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখুন, কারণ আগাছা ভাইরাস ও এর বাহক সাদা মাছির বিকল্প আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করতে পারে।

আবহাওয়া সতর্কতার সম্ভাব্য প্রভাব (সাধারণ):

• নিচু জমিতে জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা রয়েছে। • দাঁড়িয়ে থাকা ফসল, ফলগাছ ও সবজি ফসলে হেলে পড়া (লজিং) ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। • ফসল কাটা, বপন এবং চারা রোপণের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। • অতিবৃষ্টির ফলে মাটির ক্ষয়, পুষ্টি উপাদানের অপচয় এবং রোগ-পোকার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। • অস্থায়ী কৃষি অবকাঠামো (যেমন শেড, পলিহাউস, নার্সারি কাঠামো ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। • বজ্রপাত, প্রবল দমকা হাওয়া ও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

প্রভাব ভিত্তিক পরামর্শ (সাধারণ):

ফসলের জমিতে সঠিক নিকাশি ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন এবং বিশেষ করে নিচু জমি থেকে দ্রুত অতিরিক্ত জল বের করে দিন। ভারী বৃষ্টিপাতের সময় ফসল কাটা, বীজ বপন, সার প্রয়োগ ও কীটনাশক স্প্রে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখুন। সবজি ফসল ও অল্পবয়সী ফলগাছে খুঁটি বা উপযুক্ত অবলম্বন দিন, যাতে প্রবল বাতাসে গাছের ক্ষতি কম হয়। বৃষ্টির পর নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করে পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করুন এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমা (ETL) অতিক্রম করলে তবেই প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। ভারী বৃষ্টির ফলে মাটি থেকে ধুয়ে যাওয়া পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি পূরণে, মাটি কাজের উপযোগী হলে সুপারিশ অনুযায়ী সার প্রয়োগ করুন। অস্থায়ী কৃষি অবকাঠামো সুরক্ষিত রাখুন এবং কাটা ফসল, বীজ, সার ও কৃষিযন্ত্রপাতি নিরাপদ ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে উঁচু, শুকনো ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলযুক্ত আশ্রয়ে রাখুন। বজ্রঝড়ের সময় খোলা মাঠে চরানো থেকে বিরত থাকুন এবং পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল ও শুকনো খাদ্য সরবরাহ করুন। বজ্রঝড় চলাকালীন খোলা মাঠে কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকুন এবং আবহাওয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ পাকা আশ্